অধ্যায় - ১
পুথি পরিচয়

ব্যবহৃত পুথির সাংকেতিক নাম-

পুথি	ব্যবহৃত নাম
সংখ্যা ৬৭৯ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	দে,
সংখ্যা ৫২৩ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	দে২
সংখ্যা ৪৫৫ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	দে৩
সংখ্যা ৫২৪ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব,
সংখ্যা ৬৭৮ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব২
সংখ্যা ৪৫৪ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব৩
সংখ্যা ৫২৫ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব৪
সংখ্যা ৬৭৬ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব৫
সংখ্যা ৬৬৯ - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ সংগ্রহ	ব৬
সংখ্যা ২৭৩৪ - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা সংগ্রহ	ব. সা. প.
সংখ্যা ১৯, ২০, ২৩, ২৭ অক্ষয় কুমার মৈত্র হেরিটেজ মিউজিয়াম সংগ্রহ	অ. মৈ.

এছাড়াও উ.ব.বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে জগজ্জীবনের ভণিতাযুক্ত ৫১৩, ৫২৩, ৬৬৫, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭৪, ৬৭৫, ৪৫৩, ৫৫৭ ও ৫৫৯ সংখ্যা চিহ্নিত পুথিগুলি আমি দেখেছি। এগুলি সবই বণিক খন্ডের পুথি। সম্পাদনার কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে এদের ব্যবহার করিনি।

বিবরণ

দে, নং পুথি-

এটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগৃহীত পুথি। দেবখন্ড সম্পাদনার 'মা' বা Mother এই পুথির ক্রম সংখ্যা ৬৭৯। পাতার পরিমাপ ৩৪ সে. মি. / ১২ সে. মি.। আদি-মধ্য ও অন্তে খন্ডিত পুথিটি ১২০২ সালের ১৪ই জৈষ্ঠ্য রোববার লেখা হয়েছিল। এর কাগজ পুরনো ও কালি কালো। কাগজ ওপরে ও নীচে ছিন্ন। পুথি ভগ্ন ও জীর্ণ। পাতা গুলির একদিকে লেখা, দুটি পাতা একসাথে জোড়া। লেখা পরিস্কার ও সুহস্তাক্ষর যুক্ত। প্রতি পাতায় ১২, ১৩, ১৪, ১৫ বিভিন্ন সংখ্যক লাইন আছে। তবে পুথির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল চরণের শেষে ১, ২ ইত্যাদি করে সংখ্যা দেওয়া আছে। যেমন খন্ডিতাকারে গঙ্গাবন্দনা দিয়ে পুথি আরম্ভ হয়েছে। গঙ্গা প্রসঙ্গ ও বন্দনা শেষে

লিপিকর ২২২২২ লিখে লাইন শেষ করেছেন। তৎপরে নারদ বন্দনা, অন্তে লিখেছেন ৩৩৩৩। এই ভাবে কোথাও ৫৭:৫৭:৫৭, কোথাও ৭৬:৭৬:৭৬ পেয়েছি। এইভাবে পুথির ক্রম রক্ষার প্রচেষ্টা লিপিকরের দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পুথি খন্ডিত হবার কারণে অবশ্য মাঝখানে এই ক্রম ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু এ থেকে যা পেয়েছি আর যা হারিয়ে গেছে, তার একটা আভাস আধুনিক কাল পর্যন্ত পৌঁছেছে।

যোতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রংপুরে রক্ষিত জগজ্জীবন ঘোষালের পুরনো খন্ডিত পুথির লিপিকাল ১১০২ বলে উল্লেখ করেছেন। সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সে তথ্য পরিবেশন করেছেন। আশুতোষ দাস ১৩১৪ বঙ্গাব্দের রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার বিবরণ থেকে এই বইতে 'কালিদাস' নামক অপর এক 'মনসামঙ্গল' কবির চারটি ভণিতার উল্লেখ করেছেন (শ্রী আশুতোষ দাস সম্পাদিত বই, 'কবি পরিচয়' অংশ)। তিনি নিজে যে তিনটি পুথি ও নকলের ওপর নির্ভর করে কাজ করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো পুথির লিপিকাল ১২১১ বঙ্গাব্দ। জগজ্জীবনের কাব্যের 'দেবখন্ড' ক্রমশঃ অপ্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। অশুতোষ বাবুও (খ) পুথিতে দেবখন্ড পাননি। সুতরাং চোখে দেখা জগজ্জীবন ঘোষালের পুথির সবচেয়ে পুরনো 'দেবখন্ড' রচনা এটি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই জগজ্জীবনের কাব্যও যে 'বন্দনা' দিয়ে শুরু হয়েছিল, দে্ নং পুথিটি তা যুক্তিসহ প্রমাণ করে।

দে্ নং পুথি-

দেবখন্ড সম্পাদনায় ব্যবহৃত পুথি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। ক্রম সংখ্যা ৫২৩। মোট পত্র সংখ্যা ১১২। মধ্যাংশে খন্ডিত, আদি ও অন্ত রক্ষিত এই পুথির পাতার পরিমাপ ৩৫ সে. মি. / ২২.৫ সে.মি.। চওড়া মাপের এই পুথির প্রথম পাতায় ৯ টি লাইন আছে। শেষ পাতার লাইন সংখ্যা ৫। বাকি পাতাগুলিতে লাইন আছে ১০টি করে। কাগজ লালচে, কালো কালিতে লেখা। কাগজ তত পুরনো নয়। কালি অনেক জায়গায় ধূসর ও ম্লান হয়ে উড়েছে। শেষ পাতায় বাঁয়ে তিনবার ও ডাইনে একবার মোট চারবার "ব্রত কথা" এই শব্দটি লেখা আছে। এছাড়াও "শ্রী রামজী" বা কোন কোন পাতার বাঁ দিকে "জগতজিবন" কথাগুলি লেখা পেয়েছি। পুথিটি সম্ভবতঃ কোন গায়েনের। আসর মাতানোর উপযোগী রীতি-পদ্ধতির উল্লেখ আছে পান্ডুলিপিতে। যেমন গায়েনরা গান শুরুর আগে আসরের সকলকে সম্ভাষণ (মূলতঃ প্রণতি) করে নিতেন, আসর শুদ্ধ করতেন বিভিন্ন বাধা গদের শ্লোক আওড়ে অর্থাৎ "দিকশুদ্ধি" করতেন, শত্রুকে সাবধান করতেন, দেবীকে আসরে এসে উড়ে বসতে বলতেন, দেবী সরস্বতীর কাছে সুরেলা কন্ঠস্বরের জন্য প্রার্থনা করতেন এই পুথিতে এইসব প্রসঙ্গ থাকায় পুথিটি গায়েনের হতে পারে বলে মনে হয়।

পুথিতে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গ আছে। গঙ্গা-নারদ-সরস্বতী-কালীর কবিত্বময় বন্দনা আছে। দেবখন্ড সম্পাদনে এই অংশ তুলনা প্রতিতুলনার মধ্য দিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। পুথির শেষাংশে বেহুলা-লখিন্দর অভিশাপ সমাপনান্তে ইন্দ্রসকাশে উপস্থিত হয়েছে এই বিবরণ পাই। অংশটি বর্ণিকখন্ড সম্পাদনায় ব্যবহার করেছি। এটি "সর্গবাস পালা" হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।

দে্ নং পুথি-

এটি সাল-তারিখ যুক্ত পূর্ণাঙ্গ পুথি, পুষ্পিকা আছে। পুথিটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ, ক্রম সংখ্যা ৪৫৫। ১২৮০ সালের ২৩শে কার্ত্তিক পুথিটির লিপিকাল। সাদা কাগজে কালো কালিতে খুব ছোট ছোট হস্তাক্ষরে পুথিটি লেখা। কাগজ ও হস্তাক্ষর অর্বাচীন। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮ প্রতি পাতার দু-দিকে লেখা। দেবখন্ডের

মধ্যাংশের কয়েকটি পাতায় "সুকবি বল্লভ নারায়ণদেব" এর ভণিতা আছে। ৫৮ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশের ভণিতা জগজ্জীবন ঘোষালের। দে্ নং পুথির দেবখন্ডের পাঠের সাথে এর রচনাংশের মিল আছে। নারায়ণদেবের ভণিতাযুক্ত গানগুলি সম্পাদনায় ব্যবহার করিনি। পুথির পাতার পরিমাপ ৩২.৫ সে. মি. / ৮.৫ সে.মি.। প্রতি পাতায় ৮টি করে চরণ আছে। পৃষ্ঠাগুলি জোড়া নয় একক। দেবখন্ডের গল্পাংশ পুরণ করতে এবং বানিয়াখন্ডের পাঠান্তরের জন্য পুথিটি ব্যবহার করেছি।

ব্ নং পুথি-

বণিক খন্ডের পূর্ণাঙ্গ 'মা' পুথি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ এটি। ক্রম সংখ্যা ৫২৪। সু-হস্তাক্ষরের কালো কালিতে লেখা সাল তারিখ যুক্ত এই পুথিটিই আমাদের 'বাণিয়া খন্ড' সম্পাদনার মূল অবলম্বন। পুরনো লালচে তুলোট কাগজে কালো কালিতে লেখা। পাতায় হলুদ মাখানো আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে। পাতার মাপ ১১.৫ সে.মি. / ৩৩ সে.মি.। ৭ পাতা থেকে পুথি শুরু হয়েছে। প্রথম পাতার একদিকে লেখা, বাকি পৃষ্ঠা গুলির দু-দিকেই লেখা আছে। প্রতি পাতায় ১৪টি করে লাইন আছে। পুষ্পিকা আছে। প্রভু শ্রী রাম মন্ডলের সন্তোষের জন্য শ্রী দেবি চরণ সরকার মোকাম হরিপুর, নাট চান্দপুর, পরগণা বাজনগর পুথিটি নকল করেছিলেন। জমিদার কৃষ্ণ কান্ত রায় এর নাম আছে। গোমস্তা নন্দ কুমারের কথা আছে। থানা জগদলা, সদর জেলা দিনাজপুরের কথা আছে।প্রশাসনিক অবিচার ব্যবস্থার কথা লিপিকর পুষ্পিকাতে উল্লেখ করেছেন। পুথির লিপিকার ১২৩১ বঙ্গাব্দ, ১৭৪৬ শকাব্দ।

ব্ নং পুথি-

পুথি নং ৬৭৮, এটি উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। বণিক খন্ডের "ব্রতকথা" জাতীয় পুথি। মোট পত্র সংখ্যা ৩৫টি। প্রতি পাতার দু-দিকে লেখা। প্রথম পাতাটির একদিকে লেখা। পাতায় লাইন আছে ৫, ৬, ৭ টি করে। পাতার মাপ ৩০.৫ / ৯.৫ সে.মি., কালো কালিতে লেখা খন্ডিত এই পুথিতে মেনকার বিলাপ অংশ পূর্ণাঙ্গ আকারে পাই। "পালা সমাপ্ত হৈল" বলে পুথি শেষ হয়েছে। সাল-তারিখ নাই। বাণিয়া খন্ড সম্পাদনায় ব্যবহার করেছি।

ব্ নং পুথি-

পুথি নং ৪৫৪। এটি উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। "বালার জন্ম অবধি মনসা দেবীর পূহা পর্যন্ত" অংশ এতে স্থান লাভ করেছে। আধুনিক কাগজে নীল ও কালো কালিতে লেখা এই পুথিটি কোন মুদ্রিত পুথির নকল। মহেশচন্দ্র তালুকদার কর্ত্তৃক যা প্রকাশিত হয়েছিল। ভেতরে হীরালাল তালুকদার এর নাম আছে। লিখক হল "মহুয়া"। শেষে ১১ সন এবং ১৩ সাল ১২ই জৈষ্ঠ্যের তারিখ পাই। দিনাজপুর ও মালদা জেলার উল্লেখ আছে। শেষের ১-১/২ পাতায় কেউ এ পুথির ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা করেছেন বোঝা যায়। একাধিক হস্তাক্ষরের ছাপ আছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৬, পাতার একদিকে লেখা। পুথিতে ৫, ৬, ৭ টি করে লাইন আছে। পুথির পাতার মাপ ৮.৫ সে.মি. / ২৬.৫ সে.মি.। বণিক খন্ড সম্পাদনায় গল্প পূরণে ব্যবহার করেছি। পুথি শেষ হয়েছে "ইতি খোলসী মিলন গীতিকা" সমাপ্ত বলে।

ব্ নং পুথি-

পুথি নং ৫২৫, এটি উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সংগ্রহ এতে মোট তিনটি পুথি একত্রিত অবস্থায়

আছে। (ক) বেহুলার দেবসভায় নৃত্য (৩৭, ৩৮, ৩৯ পাতা), (খ) ঘটস্থাপন পালা (১,২ পাতা) এবং (গ) ভাসান যাত্রা (২৭, ২৮, ২৯, ৩০ পাতা)। পুথি গুলিতে ৮, ৯, ১২ এরকম লাইন আছে। সম্পাদনায় বেহুলার দেবসভায় নৃত্য অংশটি থেকে পাঠ গ্রহণ করেছি। ঐ পাতাগুলির পরিমাপ ৯.৫ / ৩১.৫ সে.মি.

ব নং পুথি-

পুথি নং ৬৭৬, উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। বণিক খন্ডের চৌদ্দ-আঠার সংখ্যক গান এই পুথি থেকে নেওয়া। পুথি খুব পুরনো নয়, সাল তারিখহীন ও খন্ডিত মোট ১২টি পাতা আছে। প্রতি পাতায় লাইন আছে '৮' টি করে। পাতার মাপ ১১.৫ সে.মি. / ২৮.৫ সে.মি. একটি বড় পাতাকে মাঝে ভাঁজ করে তার দু-দিকে লেখা আছে কালো কালিতে। সু-হস্তাক্ষরের পুথি, ভণিতা ছাড়াও পাতার বাঁয়ে জগতজীবন লেখা আছে। চাঁদ এর বানিজ্য যাত্রার প্রস্তুতি ও যাত্রা অংশ সম্পাদনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব নং পুথি-

পুথি নং ৬৬৯। এটি উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সংগ্রহ। কালো কালিতে লেখা বাণিক খন্ডের আর্বাচীন খন্ডিত পুথি এটি। পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে। ১৬-৩৪ সংখ্যক পৃষ্ঠা আছে। প্রতিপাতার দু-দিকে লেখা। পাতায় ৮, ৯, ১০ সংখ্যক লাইন আছে। শেষ পাতাটির একদিকে লেখা। "পালা শামাত্য - লখিন্দরের জন্মপালা লিখ্যতে-লাচারি-দিসা-কাজ" লিখে অসমাপ্ত ভাবে পুথি শেষ হয়েছে। পাতার মাপ ৮.৫ / ২৪.৫ সে.মি.। চাঁদ গঙ্গা মাহাত্ম্য শুনে বানিজ্য যাত্রা করছে এবং ফিরে এসে আহারে বসেছে এমন বিবৃতি পাই। লখিন্দরের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনী এই পুথিতে আছে। উত্তর বাংলার নদীগুলির সুন্দর বিবৃতি আছে পুথিতে। বাণিয়া খন্ড সম্পাদনায় ব্যবহার করেছি অংশ বিশেষ।

ব. সা. প. পুথি-

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৭৩৪ সংখ্যক পুথিটি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল। অসম্পূর্ণ, অশুদ্ধ লিপির পুথি এটি, যার মধ্যে একাধিক পুথি জড়িয়ে আছে। পত্র সংখ্যা ৫-২৪, ২২-২৪, ২৬-৩৭ (২২-২৪ সংখ্যক) কতগুলি পাতা দু-বার থাকায় এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। পুথিতে একাধিক হস্তাক্ষরের ছাপ স্পষ্ট। পুথির মাপ ৩৯ সে. মি. / ১২ সে. মি.। সাল তারিখের উল্লেখ নেই। শ্রী বনমালী ঘোষ, স্কুল সাব্ ইনস্পেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর (এখনকার দক্ষিণ দিনাজপুর) বইটি সাহিত্য পরিষদকে দান করেছিলেন। জগজ্জীবন ছাড়াও পুথিতে রামদাস এর ভণিতা আছে পুথির ৬(ক) সংখ্যক পাতায় আছে -

দক্ষিন পাটনে সাধু জাএ মোনসার পাএ অনেক প্রণতি কএ
গেল রামদাসে গাএ

এই রামদাস কোন গায়েন হতে পারেন।

পুথিতে দেবখন্ড সম্বলিত পত্র সংখ্যা মোট দশটি। এখানে দুর্গার বিবাহ প্রসঙ্গ ইত্যাদি আছে। দেবখন্ড সম্পাদনায় ব্যবহৃত করেছি। পুষ্পিকা নেই। কিছু কিছু আলাদা রকম পুষ্পচিহ্ন পেয়েছি। দেবখন্ডের হস্তাক্ষর ভিন্ন, বড় চওড়া পুথি। প্রতি পাতায় ১১, ১২, ১৩টি করে লাইন আছে। বণিক খন্ডের পাতাগুলিতে একাধিক হাতের লেখার পরিচয় আছে। চাঁদ এর বানিজ্য যাত্রার বিবরণটি সম্পূর্ণ। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা-"ভাগিরতি", (এই রকম বানান আছে)

সুরেশ্বরি, যমুনা, সরস্বতী, মহানন্দা ইত্যাদি নদীর কথা আছে। ৫-২৪ সংখ্যক পাতার মধ্যে ১৩ সংখ্যক পাতাটি নাই। দুটি ২২ সংখ্যক পাতা আছে, এদের বিবরণ পৃথক। বেহুলার নিশ্ছিদ্র বাসরের প্রস্তুতির কথা পাই। সর্পের বিবৃতি আছে বিচ্ছিন্ন আকারে। শঙ্কর ধন্বন্তরীর প্রসঙ্গ আছে, তবে সম্পূর্ণ নয়। ধন্বন্তরির মৃত্যুর কথা আছে -

বিসম বিবাদ করি মইল রোঝা ধন্বন্তরি
শুনিঞা হ্রিদয় আকুল।

৩৭(খ) পর্যন্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা আছে। বাকি অংশ পৃষ্ঠা সংখ্যাহীন ও ছিন্ন। বণিকখন্ড সম্পাদনায় ব্যবহার করিনি।

অ. মৈ. পুথি-

অক্ষয় মৈত্র সংগ্রহশালার অপ্রকাশিত পুথি তালিকায় কবি জগজ্জীবন ঘোষালের পুথির কথা আছে। ২০, ২৩, ২৭, ৬৬ সংখ্যক কয়েকটি পুথির ছিন্ন পাতা পাই সেখানে। ১৯ সংখ্যক একটি পুথিতে বাণিয়া খন্ডের ১৫টি পাতার কথা আছে। পাতাগুলি জোড়া, একদিকে লেখা। পত্র সংখ্যা -২০, ৩৭-৪৮। মোট ১৩টি পাতা আছে। বাকিগুলি জুড়ে গেছে। ধন্বন্তরি শিষ্যদের অসুধ পতা চেনানোর জন্য মরা কুথুরা নিয়ে গাছের কাছে কাছে ফেরবার পরামর্শ দিয়েছেন -

একটা কুথুরা মার খাঞাইঞা বিস্য॥
মরা কুথুরা লইঞা ফের গাছেয় য়াসে পাসে।
কুথুরা পাইবে পান ওসধের বাতাসে॥

একটি পুথি পাতার নীচে ১২৫৩ সাল লেখা আছে। পাতাগুলিতে ৮, ১২, ১৫ সংখ্যক লাইন আছে। কালো কালিতে লেখা পাতার মাপ ১২ সে.মি. / ২৭ সে.মি., ১৪ সে.মি. / ২৯ সে.মি. এবং ১১ সে.মি. / ২৮ সে.মি.। পুথির পাতায় সামনে পেছনে বহু জায়গায় জগতজীবন কথাটি লেখা আছে। সম্পাদার সময় ধন্বন্তরীর কাহিনী অংশ কাজে লেগেছে।